প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারত

ইতিহাস' শব্দটি হিস্টোরিয়া (যা একটি গ্রীক শব্দ) থেকে এসেছে, যার অর্থ 'অনুসন্ধান বা অনুসন্ধানের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান'। অতীতের ঘটনাগুলির এই অধ্যয়ন তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এটি মানুষের অভিজ্ঞতাকে আকার দেয়। এটি আবার প্রাক-ইতিহাস, প্রোটো ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক যুগে বিভক্ত।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ	প্রোটো-ঐতিহাসিক যুগ	ঐতিহাসিক যুগ
এই পর্যায়টি লিখিত উৎস আবিষ্কারের আগে ঘটেছিল। প্রস্তর যুগগুলি যেমন প্যালিওলিথিক, মেসোলিথিক এবং নিওলিথিক এই সময়ের অধীনে পড়ে।	এটি প্রাক-ইতিহাস এবং ইতিহাসের মধ্যবর্তী সময়কাল।	বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক এবং লিখিত বা খোদিত সাহিত্যিক উৎসের উপর ভিত্তি করে ঘটনাগুলির অতীতের অধ্যয়ন।

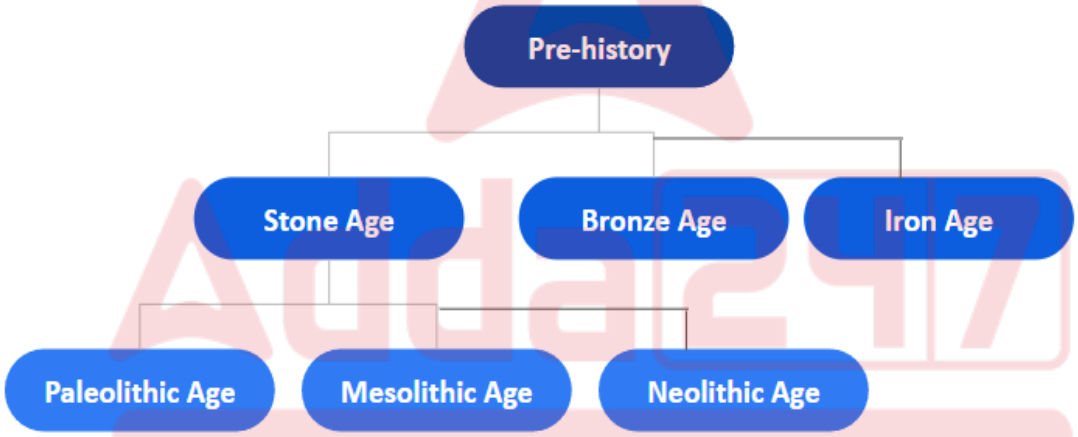

পুরাতন প্রস্তর যুগ বা প্যালিওলিথিক যুগ

- প্যালিওলিথিক যুগ ২.৫ মিলিয়ন থেকে ১০০০০ BC/৮০০০ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।
- **রবার্ট ব্রুস ফুট** ১৮৬৩ সালে ভারতে সম্ভবত প্রথম প্যালিওলিথিক হাতিয়ার আবিষ্কার করেন। এটি ছিল - **পল্লভরাম হাত কুঠার।**
- এই পর্যায়ে জলবায়ু ঠান্ডা ছিল। এই পর্যায়ে বরফ যুগও ঘটেছে।
- মানুষ প্রধানত শিকারী-সংগ্রাহক ছিল। মানুষ এই সময় হাতের কুড়াল এবং ক্লিভার ব্যবহার করত, যা ছিল বড় এবং রুক্ষ পাথর দ্বারা তৈরি হাতিয়ার।
- এই যুগের বেশিরভাগ সরঞ্জাম **কোয়ার্টজাইট** দিয়ে তৈরি। তাই, প্যালিওলিথিক পুরুষদের বলা হয় **কোয়ার্টজাইট মানুষ।**
- আগুন, কৃষি, বসতি এবং পশু গৃহপালিত ব্যবহার সম্পর্কে কোন জ্ঞান এই পর্বে মানুষের ছিলনা।
- গুরুত্বপূর্ণ পুরাপ্রস্তরীয় স্থান: সোন এবং সোহান নদী উপত্যকা, গোদাবরী উপত্যকা, ভীমবেটকা গুহা, নর্মদা উপত্যকা এবং তুঙ্গভদ্রা উপত্যকা।

মধ্যপ্রস্তর যুগ বা মেসোলিথিক যুগ

- মেসোলিথিক যুগ ১০০০০ থেকে ৬০০০খ্রিস্টপূর্ব / 4000 খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত স্থায়ী ছিল এটি হলোসিন যুগের অন্তর্গত।
- এই পর্বে একটি জলবায়ু ক্রমশ উষ্ণ হতে শুরু করে।
- অস্থায়ী বসতি বা আধা-স্থায়ী বসতি মেসোলিথিক যুগে দেখা গেছে।
- এই পর্যায়টিকে বলা হয় **'মাইক্রোলিথের যুগ'** বা ধারালো অস্ত্রসহ (১-৩ সেমি) ক্ষুদ্রাকৃতির পাথরের হাতিয়ার।
- এই যুগে মানুষ তখনও শিকারী এবং সংগ্রহকারী ছিল। তবে, এই পর্বেই প্রথম পশুপালন শুরু হয়েছিল।
- মানুষ দ্বারা প্রথম গৃহপালিত প্রাণী হল- **কুকুর।**
- এই যুগে **রক আর্ট বা গুহাচিত্র** প্রথম শুরু হয়েছিল।
- গুরুত্বপূর্ণ মেসোলিথিক সাইট: বাগোর (রাজস্থান), আদমগড় (মধ্য প্রদেশ), ভীমবেটকা (মধ্য প্রদেশ), সারাই নাহার রাই (উত্তর প্রদেশ), বীরভানপুর (পশ্চিমবঙ্গ)।

নব্যপ্রস্তর যুগ বা নিওলিথিক যুগ

- স্যার জন লুব্বক ১৮৬৫সালে 'নিওলিথিক যুগ' শব্দটি প্রচলন করেন।
- এই নিওলিথিক বা নব্যপ্রস্তর যুগেই শুরু হলো কৃষিকাজ। এছাড়াও, নিওলিথিক যুগে একটি স্থায়ী জীবনধারা দেখা যায়।
- ভারতীয় উপমহাদেশের কৃষির প্রাচীনতম প্রমাণ ছিল বেলুচিস্তানের মেহেরগড়।
- নিওলিথিক যুগে কৃষি বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল।
- এই যুগেই মানুষ রাগি এবং কুলাঠি (ছোলা) জাতীয় শস্য চাষ করতে শেখে।
- ভি. গর্ডন চাইল্ড নিওলিথিক যুগকে "নব্যপ্রস্তর যুগের বিপ্লব" হিসাবে বর্ণনা করেন। কারণ এটি মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনে পরিবর্তনের সূচনা করেছিল।
- পশুপালন ও স্থায়ী বসতির চেষ্টা আরও ব্যাপকহারে প্রচলিত হয়ে ওঠে।
- নব্যপ্রস্তর যুগের লোকেরা প্রথমে কুমোরের চাকার সাহায্যে মৃৎশিল্পের সূচনা করেছিল। তাই, এই পর্যায়ে বৃহৎ আকারের মৃৎপাত্র এর (ধূসর পাত্র, পোড়া মৃৎপাত্র এবং কালো মৃৎপাত্র) ব্যবহার দেখা যায়।
- গুরুত্বপূর্ণ নিওলিথিক স্থানগুলি নিম্নরূপ:
    - ★ মেহেরগড় (যাকে বেলুচিস্তানের রুটির ঝুড়ি বলা হয়- বরতমানে পাকিস্তানে অবস্থিত)।
    - ★ বুর্জাহোম, জম্মু ও কাশ্মীর- এখানে মালিকের সাথে কুকুরের কবর পাওয়া গেছে।
    - ★ জম্মু ও কাশ্মীরের গুফক্রাল- এখানে গর্তে বসবাসের প্রমাণ পাওয়া গেছে।
    - ★ কোলদিহওয়া, বেলান উপত্যকা- এখানেই প্রথম ধান চাষ হয়েছিল।
    - ★ বিহারের চিরান্দ।
    - ★ বেলান উপত্যকার চোপানি-মান্ডো- এখানে মৃৎশিল্পের প্রাচীনতম প্রমাণ পাওয়া গেছে।
    - ★ কর্ণাটকের ব্রহ্মগিরি এবং মাস্কি।

তাম্র-প্রস্তর যুগ বা চ্যালকোলিথিক যুগ

- চ্যালকোলিথিক যুগ শুরু হয় নিওলিথিক সংস্কৃতির শেষ পর্যায়ে (৩০০০-৫০০ খ্রিস্টপূর্ব বা ৪৫০০-২৫০০ খ্রিস্টপূর্ব)।
- পাথরের হাতিয়ারের পাশাপাশি বিভিন্ন ধাতব সরঞ্জামের আবির্ভাব এই যুগের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।
- মানুষের ব্যবহৃত প্রথম ধাতু হল **তামা**। চ্যালকোলিথিক যুগে মানুষরা তামার কারিগর হিসাবে বিশেষ জ্ঞান রাখত। [মানুষের আবিষ্কৃত প্রথম ধাতু ছিল **সোনা**।]
- মাঝে মাঝে ব্রোঞ্জ ব্যবহার করা হতো।
- বিভিন্ন ধাতু, ধাতব আকরিক এবং ধাতব প্রত্নবস্তু গলানোর কাজ চ্যালকোলিথিক মানুষদের কাছে পরিচিত ছিল।
- হরপ্পা সংস্কৃতির তুলনায় এটিকে প্রাথমিকভাবে একটি **গ্রামীণ সভ্যতা** বলা চলে।
- চ্যালকোলিথিক যুগে বাড়িগুলি মূলত **মাটির ইট** দিয়ে তৈরি ছিল।
- এই সময়ে **ঝুম চাষ বা স্ল্যাশ বার্ন** -এর স্পষ্ট পাওয়া গেছে। তবে লাঙ্গলের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
- পুঁতি তৈরি, অলঙ্কার তৈরি এবং সজ্জা প্রায়শই চ্যালকোলিথিক লোকেরা অনুশীলন করত।
- রঙিন মৃৎপাত্র এবং দুর্গের মতো বসতি ছিল এই যুগের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।
- গুরুত্বপূর্ণ চ্যালকোলিথিক স্থানগুলি হল:
  - ★ আহর (বানস নদী উপত্যকা, রাজস্থান) - মাইক্রোলিথের প্রমাণ পাওয়া গেছে।
  - ★ গিলুন্ড (বানস নদী উপত্যকা, রাজস্থান)- পোড়া ইটের নমুনা পাওয়া গেছে।
  - ★ নেভাসা (মহারাষ্ট্র)
  - ★ নবদাতোলী
  - ★ দাইমাবাদ (মহারাষ্ট্র)- এটিকে জোরওয়ে সংস্কৃতির অধীনে সবচেয়ে বড় সাইট বলা হয়। এই স্থান থেকে প্রচুর ব্রোঞ্জ- এর সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।
  - ★ নাসিক, ইনামগাঁও, সোনগাঁও (মহারাষ্ট্র)
  - ★ মালব (মধ্য প্রদেশ)

লৌহ যুগ

- চ্যালকোলিথিক সময়ের পরবর্তীকালে লৌহ যুগের সুত্রপাত ঘটেছিল প্রায় ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে।
- লোহাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বৈদিক সখেত্রেইমধ্যে উল্লেখ করা হয় যার বিকাশ হরপ্পা পর্বের আর পরেও ঘটেছিল।
- এই যুগে কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুর বিভিন্ন অঞ্চলে মেগালিথ পাওয়া গেছে। মেগালিথ মানে 'বড় পাথর'।
- BW মৃৎশিল্প, চিত্রযুক্ত ধূসর দ্রব্য (Painted Grey Ware বা PGW) এবং বিভিন্ন লোহানির্মিত প্রত্নবস্তু ছিল লৌহ যুগের উল্লেখযোগ্য ও প্রামাণ্য অংশ।
- প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই যুগকে তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগের থেকে আলাদা করা কঠিন।